আউলিয়া কেরামের কারামতের প্রমাণ

24-October-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

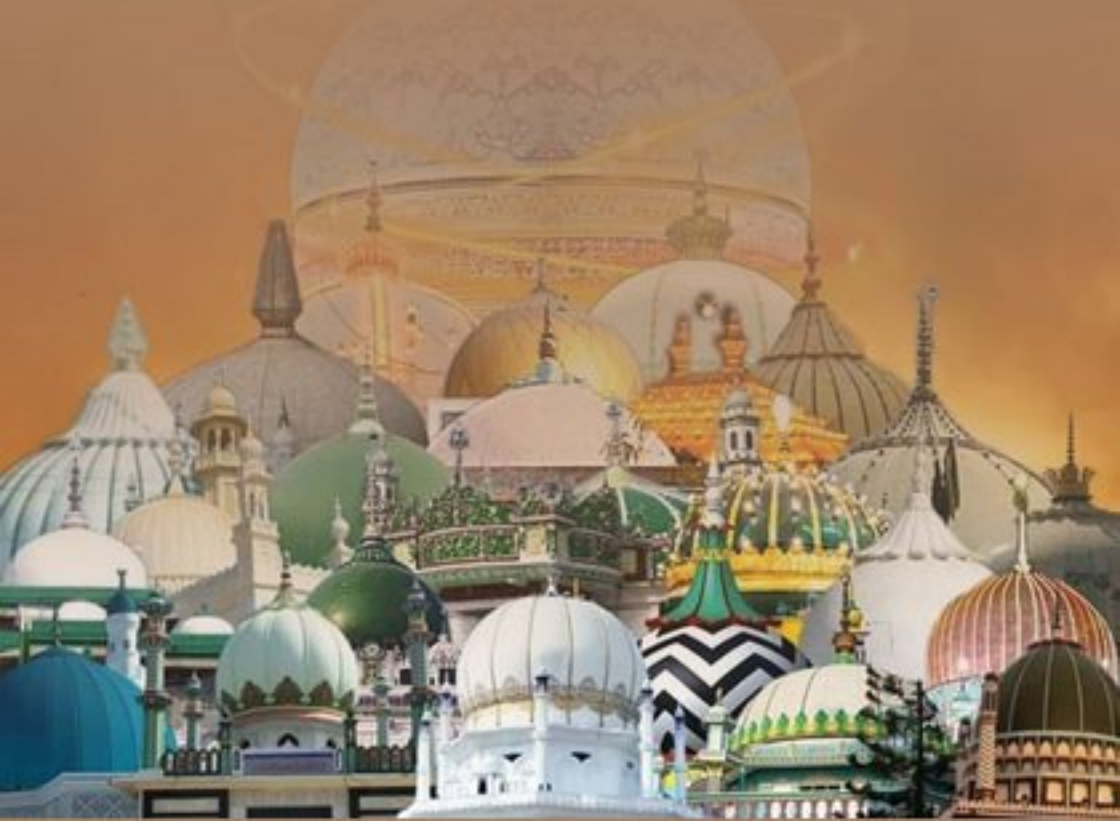

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে করীম, রাউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِاءَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللهُ لَهُ مِاءَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০ টি ইচ্ছা পূরণ করবেন, তা থেকে ৩০ টি দুনিয়াতে ও ৭০ টি আখিরাতে পূরণ করবেন। **(কানযুল উম্মাল, ১ /২৫৫, হাদীস: ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগির, ৮১ পৃ:, হাদিস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন!

★ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ দো'জানো হয়ে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে অলসতা করা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ★ যা কিছু শুনবো অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয়

আমাদের পীর হুযুর গাউছে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র যুগে আবু মুযাফফর নামের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, এক বার তিনি শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: হুযুর! আমি ব্যবসার জন্য সিরিয়া যাচ্ছি, আপনার নিকট দোয়ার আবেদন।

ওলী তো ওলীই, এদের দৃষ্টি লোহে মাহফুজকেও দেখতে পারে। অতএব, শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন তার ভাগ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন: আপনি আপনার সফর স্থগিত করুন! যদি যান, তাহলে ডাকাতরা সমস্ত মাল লুঠে নেবে এবং আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। বণিক এটি শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, সেই উদ্বিগ্ন অবস্থায় ফিরে আসছিলেন, পথিমধ্যে হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, জিজ্ঞাসা করলেন: চিন্তিত কেন? বণিক আবু মুযাফফর পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করলেন, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: উদ্বিগ্ন হবেন না, আগ্রহের সাথে সিরিয়া সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله সবকিছু ভালো হয়ে যাবে। বণিক আবু মুযাফফর তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া রওনা হলেন, তার ব্যবসায় প্রচুর লাভ হলো, এই সফরের মধ্যে বণিক আবু মুযাফফর একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলেন, তিনি দেখলেন ডাকাতেরা কাফেলায় হামলা করে সব মালামাল লুঠ করে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করে ফেলেছে। ভয়ে তার চোখ খুলে গেল, উঠে দেখেন সেখানে কোনো ডাকাত বা বিপদ নেই, ফলে তিনি প্রচুর লাভবান হয়ে আনন্দের সঙ্গে বাগদাদে পৌঁছলেন, এবার তিনি ভাবতে লাগলেন, প্রথমে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে দেখা করবেন, নাকি শায়খ হাম্মাদ

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে! হঠাৎ পথিমধ্যে শায়খ হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বণিককে দেখেই বললেন: প্রথমে গিয়ে গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে দেখা করো, কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয়। তিনি তোমার জন্য ১৭ বার দোয়া করেছিলেন, এরপরই তোমার ভাগ্য পরিবর্তন হলো, গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তোমার সাথে সংঘটিত ঘটনাকে জাগ্রত অবস্থার পরিবর্তে স্বপ্নে রুপান্তর করে দিয়েছেন। **(বাহজাতুল আসরার ৬৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারামত সত্য

হে আশিকানে রাসূল! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু, এই নেক বান্দারা আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভালবাসার পাত্র, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে মহান মহান পুরস্কার দ্বারা ধন্য করেছেন, তন্মধ্যে একটি পুরস্কার হচ্ছে কারামত, কারামত নিঃসন্দেহে সত্য, নবুওয়তের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে কখনো হক পন্থিদের এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ (***Disagreement***) হয়নি। সবারই একই আকীদা যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কারামত সত্য, সকল যুগে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কারামত প্রকাশিত হয়েছে এবং اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ আসবেন এবং তাঁদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশিত হতে থাকবে।

কারামত কাকে বলে?

কারামত বলতে বোঝানো হয়: ওলীউল্লাহ দ্বারা প্রকাশিত এমন কাজ যা সাধারণত অসম্ভব অর্থাৎ প্রকাশ্য কোন উপকরণের মাধ্যমে

ঘটানো সম্ভব নয়। যেমন: মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেয়া, যা সাধারণত সম্ভব (***Possible***) নয়। যদি কোনো ওলী আল্লাহর অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেন, তবে এটিকে কারামত বলা হবে। তদ্রুপ শুধু হাত লাগিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করা, অথবা কোনো যন্ত্র (যেমন মোবাইল ইত্যাদি) ছাড়াই দূর থেকে শুনতে পারা, মনের কথা জানা, সাহায্যে পৌঁছে যাওয়া, শত কোটি কিলোমিটার পথ ঘোড়া বা যানবাহন ছাড়া কয়েক মিনিটে অতিক্রম করা ইত্যাদি। এই ধরনের কাজ যদি ওলীউল্লাহ দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে এটিকে কারামত বলা হয়। এই ধরনের কাজ যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে তাকে মুজিযা (***Miracle***) বলা হয়। **(শরহু আকায়িদে নাসাফীয়া, ৩১৩ - ৩১৪)** আর যদি সাধারণ কোনো মুমিন থেকে এমন কাজ প্রকাশিত হয়, তবে তাকে মাউনাত বলা হয়। **(আন নিবরাস, ৪৩০)**

কারামত হলো মুজিযার ফয়যান

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলীর কারামত মূলত নবীর মুজিযাই বটে। কারণ, ওলী থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর সত্য হওয়ার প্রমাণ যে, যে নবীর عَلَيْهِ السَّلَام অনুসারী এমন মর্যাদা রাখে, তো স্বয়ং সে নবীর মর্যাদা এবং মহত্বের পরিধি কেমন হবে! তিনি আরও লেখেন: যখন একজন ব্যক্তি তার আত্মাকে, তার কুপ্রবৃত্তিকে নির্মূল করে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকে, সে শুধু ঐ কাজ করে যাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট থাকে, যেসব কাজ থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেগুলি এড়িয়ে চলে, অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে বিলীন করে দেয়, তখন আল্লাহ তার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা সেই বান্দার চাহিদা পূর্ণ করেন। **(জামে কারামতে আউলিয়া, ১/১৩)**

রাসূলের সাহাবীর কারামত

প্রখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, একদিন মাদাঈন শহর ত্যাগ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি অতিথিও ছিল, (পথিমধ্য একটি জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করলেন) জঙ্গলে হরিণ চলছিল এবং পাখিরা আকাশে উড়ছিল, হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চাইলেন যে, অতিথির আতিথেয়তা (***Hospitality***) করা হোক, অতএব তিনি হরিণ এবং পাখিদের ডাকলেন এবং বললেন: হরিণেরা! পাখিরা! তোমাদের মধ্যে একটি পাখি এবং একটি হরিণ আমার কাছে চলে এসো, আমি আমার অতিথির আতিথেয়তা করতে চাই।

উৎসর্গ হোন! রাসূলের সাহাবী হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ডাক শুনে একটি হরিণ এবং একটি পাখি সম্মানের সাথে নত মস্তক হয়ে উপস্থিত হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে সেই ব্যক্তি খুবই বিস্মিত হলো এবং অবাক হয়ে তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো سُبۡحٰنَ اللّٰہ! হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি কি অবাক হচ্ছো? তুমি কি এমন কোনো মানুষ দেখেছো যে তার রবের আনুগত্য করে এবং তারপরও এই সব বস্তু (যেগুলি মানুষের সেবা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে) তার আনুগত্য না করে? **(জামে কারামাতে আউলিয়া, ১/১১৬)**

আল্লাহ! আল্লাহ! জানা গেল; কারামত আল্লাহ পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দান করেন।

হাদীসে কুদসী দ্বারা কারামতের প্রমাণ

বুখারী শরীফে একটি হাদীসে কুদসী রয়েছে, হাদীসে কুদসী বলতে বোঝানো হয় সেই হাদীস যা আল্লাহ পাকের বাণী, কিন্তু তা নবী করীম

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়। অন্য কথায়, সাধারণ হাদীস গুলিতে নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী থাকে এবং সাহাবীরা (শুনে পরবর্তীতে বর্ণনাকারী) হন, কিন্তু হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাকের বাণী থাকে এবং নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনাকারী হয়ে থাকেন, আসুন! বুখারী শরীফের হাদীসে কুদসী শুনি।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক বলেছেন: যে আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। বান্দা যে সকল উপায়ে আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় উপায় হলো ফরয কাজ (যেমন: নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। এরপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলে। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দিই; যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দিই। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ১৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫০২)**

আলহাজ্ব মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ লাভ করতে করতে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়, তখন সেই) বান্দা আল্লাহর ভালবাসায় হারিয়ে যায়। যা দ্বারা এলাহী (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ) ক্ষমতা তার অঙ্গে কাজ করে এবং সে এমন কিছু করতে সক্ষম হয় যা বিবেক বহির্ভূত হয়। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩০৯)**

হাদীসে পাকের উদাহরণের একটি ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ দের পবিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা কিভাবে স্থাপন করা হয় এবং সেই শক্তি কিভাবে কাজ করে, এই বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: দেখুন! লোহা (***Iron***) পোড়ায় না, এটি সম্পূর্ণ ঠান্ডা থাকে এবং এর রঙ কালো কিন্তু যদি কয়েক মিনিটের জন্য লোহা আগুনের চুল্লিতে রাখা হয়, তাহলে আগুন সেই লোহাকে তার গরম এবং রঙ প্রদান করে দেয়। লোহা তখন আগুনের মতো লাল ও গরম হয়ে যায়, এখন যদিও লোহা আগের মতোই আছে, কিন্তু এর কার্যক্রম পরিবর্তন হয়েছে, আগে এটি ঠান্ডা ছিল এবং পোড়াতে পারতো না; এখন তার মধ্যও তাপমাত্রা চলে এসেছে, এটিও পোড়াতে পারে। আরও ভাবুন! এখন লোহা সেই কাজই করছে যা আগুন করে কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলবে না যে, লোহা আগুনে পরিণত হয়েছে অথবা আগুন লোহায় পরিণত হয়েছে, এটি কেবল বুঝার একটি উদাহরণ। এর মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর মর্যাদা অনুধাবন করুন যে, ওলীউল্লাহ যখন আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করেন এবং নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে বিলীন করে দেন, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহর বিশেষ শক্তি এবং গুণাবলী প্রদর্শিত হয়, দিন-রাত আল্লাহর ভালোবাসায় কাটানোর পর, আল্লাহ তার সেই প্রিয় বান্দাদেরকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির এমন একটি জলওয়া উপহার দেন যে, তাঁদের ক্ষমতা দেখে আল্লাহর ক্ষমতার স্মরণ আসে, তবে এই অবস্থায়ও বান্দা বান্দা এবং আল্লাহ আল্লাহই থাকেন। **(আযমী কি তাকরীরি, নূরানী তাকরীরি, ১৪৪ - ১৪৫)**

আল্লাহ পাকের দানে কোনো বাধা নেই

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: (এখান থেকে আরও একটি বিষয় বোঝা যায়!) যখন আগুনের এই ক্ষমতা আছে যে, সে কয়েক মিনিটের মধ্যে লোহাকে তার গরম এবং রঙ প্রদান করতে পারে, তাহলে বিশ্বজগতের প্রতিপালক কি তার প্রিয় বান্দাদেরকে তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন না? অবশ্যই পারেন।

(আযমী কি তাকরীরি, নূরানী তাকরীরি, ১৪৫)

আল্লাহ পাক অশেষ ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অসীম, তাঁর দানে কোনো সীমা নেই, তিনি নিজেই বলেন:

وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿۲۰﴾

(পারা: ১৫, বনী ইসরাঈল: ২০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপনার প্রতিপালকের দানের উপর বাধা-বিপত্তি নেই।

জানা গেলো! আল্লাহর দানে কোনো বাধা নেই; আল্লাহ যাকে যত চান ততই প্রদান করেন এবং যা চান তা প্রদান করেন। যদি আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে অসীম শক্তি ও কারামত প্রদান করেন, তাহলে কারো কি সাহস আছে আল্লাহর প্রতি কোনো আপত্তি করার?

এজন্য, কারামতের অস্বীকৃতি জানানো মূলত কারামতের অস্বীকৃতি নয়, বরং আল্লাহর দান ও তাঁর ক্ষমতার অস্বীকৃতি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওলীর কারামত বিশ্বাস করে না, সে আসলে এই ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে কিছুই দান করতে পারেন না। আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা! আল্লাহ পাক আমাদের এই ধরনের বেআদবী ও খারাপ ধারণা থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই, কারামত সত্য এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ থেকে বহু কারামতের প্রকাশও হয়ে থাকে।

কুরআনুল কারীমে কারামতের আলোচনা

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহর পবিত্র কিতাব কুরআনুল কারীমেও বহু কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, আসহাবে কাহাফ যারা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উম্মত এবং উঁচু মর্যাদার ওলী ছিলেন, তাদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে একটি সম্পূর্ণ সূরা রয়েছে, সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনীষীরা ৩০০ বছর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন, এই সময়ে তাঁদের দেহের কোনো ক্ষতি হয়নি এবং তারা কোনো প্রকার কষ্টও অনুভব করেননি। অতঃপর ৩০০ বছর পর, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জেগে উঠলেন, তাদের সাথে একটি কুকুরও ছিল, যা গুহার দরজায় ছিল এবং ৩০০ বছর ধরে তাঁদের সাথে ঘুমিয়েছিল, তারও কোনো কষ্ট হয়নি। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এত দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকা, তাঁদের দেহে কোনো পরিবর্তন না হওয়া, এবং পরে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জেগে ওঠা আসহাবে কাহাফের কারামত।

(তাফসীরে কবীর, পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ১৬ -১৭, ৭/৪৪৩ -৪৪৪)

অমৌসুমী ফল পাওয়াও কারামত

এভাবে কুরআনুল কারীমে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মানিতা মাতা হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এরও কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে, যখন তিনি দুধপান করার বয়সে ছিলেন, তাঁর চাচা হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দেখাশোনা করতেন। মসজিদে আকসার মধ্যে একটি কক্ষ ছিল, যেখানে হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে রেখেছিলেন। কক্ষটির চাবি হযরত যাকারিয়া (عَلَيْهِ السَّلَام) এর কাছে ছিল এবং তিনি ব্যতীত কেউ সেখানে প্রবেশ করতো না বা বের হত না। এর

পরও, যখন হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام কক্ষে প্রবেশ করতেন, তিনি সেখানে অমৌসুমী ফল দেখতেন। **(হাশিয়াতুস সাভী আলা তাফসীরে জালালাইন, পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭, অংশ ১, ১/২৩১)** যে ফলগুলি সে সময় বাজারে পাওয়া যেতো না, সেই ফলগুলি হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর কক্ষে উপস্থিত থাকতো। হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে জিজ্ঞেস করলেন: "হে মরিয়ম! এই ফলগুলি তোমার কাছে কোথা থেকে আসে?" হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا যেভাবে ঈমান উজ্জীবিত উত্তর দিলেন, তা হৃদয়ের কান দিয়ে শুনুন! তিনি বললেন:

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : সেটা আল্লাহর নিকট থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন।

سُبْحٰنَ الله! কেমন অনন্য ও ঈমান উদ্দীপক উত্তর! এখানে দেখুন কতগুলো কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ✯ ছোট বয়সে হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কথা বলা একটি কারামত। ✯ এই বয়সে যখন শিশুরা সঠিকভাবে কথা বলতে পারে না, তখন হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর আল্লাহ পাককে চিনতে পারা, তাঁর গুণাবলী জানা যে, তিনি রিযিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা, মহান ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর মাখলুককে অদৃশ্য থেকে অমৌসুমী ফল দান করতে পারেন, এই সব কিছু জেনে নেয়া এটি দ্বিতীয় কারামত। ✯ এবং তার সম্মান ও মর্যাদায় অদৃশ্য থেকে অমৌসুমী ফল আসা, এটি তৃতীয় কারামত।

(তাফসীরে নঈমী, পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৩৭, ৩/৩৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল: ✯ ওলীউল্লাদের ছোটবেলায় কথা না বলার বয়সে কথা বলাও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা করা হয়েছে। ✯ ওলীউল্লাদের ছোটবেলায় আল্লাহর পরিচয় ও এমন জ্ঞান লাভ করা যা বড়রাও অনেক কষ্টে জানতে পারে, এটিও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা রয়েছে। ✯এবং গায়েব থেকে রিযিক পাওয়া, এটিও একটি কারামত এবং কুরআনে এর আলোচনা রয়েছে।

গাউছে পাকের শিশুকালের কারামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ৩ প্রকারের কারামত এই উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর দ্বারাও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কতো আউলিয়ায়ে কিরাম আছেন যারা শিশু বয়সেই এমন প্রজ্ঞাময় কথা বলতেন যাতে বিবেক বিস্মিত হয়ে যেত, এত পূর্বে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের প্রিয় গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর শিশুকালেরও বহু কারামত রয়েছে:

✯ তিনি তখনও জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁর মায়ের হাঁচি আসলে তিনি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলতেন, তখন পেট থেকে আওয়াজ আসত: يَرْحَمُكَ الله।

(মুন্নে কি লাশ, ৩)

سُبْحٰنَ الله! এটি একটি কারামত...!! অনুমান করুন! আজ এমন কত মানুষ আছে যারা হাঁচির উত্তর দিতে জানেন? বরং এমন কতজন রয়েছেন যারা জানেন যে, হাঁচির উত্তর দেওয়ারও কোন নিয়ম আছে! তারপর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আরবী ব্যাকরণে দক্ষতা দেখুন! যখন পুরুষ হাঁচি দেয়, তখন তার উত্তরে বলা হয় يَرْحَمُكَ الله এবং যখন নারী হাঁচি দেয়,

তখন তার উত্তরে বলা হয় يَرْحَمُكِ الله। سُبْحٰنَ الله! গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মায়ের গর্ভেই কেমন দক্ষতা লাভ করেছিলেন, কথাও বলতেন এবং আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী কথা বলতেন।

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন ৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন প্রথমবার بِسْمِ اللهِ শরীফ পড়ার রীতির জন্য কোনো বুযুর্গের কাছে বসেছিলেন, তখন তিনি اَعُوْذُ بِاللهِ এবং بِسْمِ اللهِ পড়ার পর সূরা ফাতিহা থেকে পড়া শুরু করেন এবং ১৮ পারা পাঠ করে শুনিয়ে দেন। সেই বুযুর্গ বললেন: "বৎস, আরো পড়ো!" গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: "আমার এতটুকুই মুখস্ত আছে কারণ আমার মায়েরও এতটুকু মুখস্ত ছিল, যখন আমি তাঁর গর্ভে ছিলাম, তখন তিনি এটা পড়তেন, আমি শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম।" **(মুজে কি লাশ, ৪)**

سُبْحٰنَ الله! এটি হল আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর মর্যাদা...!! জানা গেল, অনেক ওলী এমন রয়েছেন যারা জন্ম থেকেই ওলী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, আল্লাহ পাক তাঁদের মাথায় বেলায়তের মুকুট সজ্জিত করে পৃথিবীতে পাঠান। এজন্য, তাঁদের শিশুকালেও কারামত প্রকাশ হয়ে থাকে।

খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর একটি কারামত

☆ এভাবে অদৃশ্য থেকে পাওয়া খাবার, এটিও একটি কারামত এবং এটি এমন একটি কারামত যা সরাসরি আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতেও প্রকাশিত হয়েছিল, জ্বি হ্যাঁ! সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জন্য অদৃশ্য থেকে খাবার আসার ঘটনা শুনুন!

বরকত সম্পন্ন পাত্র

দুর্ভিক্ষের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ক্ষুধা অনুভব করলেন, তখন নবীর কন্যা সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا একটি পাত্রে এক টুকরো মাংস এবং দুইটি রুটি ইসার করে প্রিয় নবীর দরবারে পাঠালেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উপহার নিয়ে হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আমার কন্যা! এদিকে এসো।" সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا যখন সেই পাত্র খুললেন, তখন তিনি এটা দেখে বিস্মিত হলেন যে, পাত্রটি রুটি এবং মাংসে পূর্ণ ছিল। নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রশ্ন করলেন: اَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ এগুলি তোমার জন্য কোথা থেকে এসেছে?" বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন:

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : সেটা আল্লাহর নিকট থেকে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন।

এরপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হাসান এবং হোসাইন এবং অন্যান্য আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ কে একত্রিত করে সবার সঙ্গে খাবার আহার করলেন। **(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৩৭, ২/৩১)**

শুকনো বৃক্ষে তৎক্ষণাত ফল ধরে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মানিতা মাতা, হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর আরেকটি কারামত কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ১৬তম পারা, সূরা মরিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্মের সময় ঘনিয়ে আসছিল,

হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا একা ছিলেন এবং তাঁর খাবারের প্রয়োজন ছিল। তাঁর কাছে একটি শুকনো খেজুরের বৃক্ষ ছিল, যার পাতাও ছিল না, শুধুমাত্র বৃক্ষই অবশিষ্ট ছিল। হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে আদেশ করা হয়েছিল:

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿۲۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে।

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: সেই গাছটি সম্পূর্ণ শুকনো ছিল, যখন হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا সেটি নাড়া দিলেন, তখন তিনি গাছের উপরে শাখা প্রশাখা বের হতে দেখলেন, এরপর সেগুলিতে ফুল ফুটলো, ফুল থেকে কাঁচা খেজুর তৈরি হলো, সেগুলিতে রং ধরলো, শুকনো খেজুরে পরিণত হলো এবং শেষে পেকে তাজা রসপূর্ণ খেজুরে পরিণতে হয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সামনে পড়তে লাগলো, কোনো খেজুরই ফাটতো না, এই সবকিছু এক পলকেই ঘটে গেল। **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ২৫, অংশ ১১, ৬/১৭)**

سُبْحٰنَ الله! জানা গেল; আউলিয়া কিরামের হাতের স্পর্শের বরকতে শুকনো গাছ সবুজ হয়ে ওঠে, বাগানে পরিণত হয়, ফল ফুল আসে এবং তাঁদের হাতের বরকতে দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটে। এটি একটি কারামত এবং এর উল্লেখ কোথায় হয়েছে? কুরআনে কারীমে।

দূরত্ব সংকোচিত হয়ে যাওয়াও কারামত

হে আশিকানে রাসূল! আউলিয়া কিরামের ঐ কারামত, যার উল্লেখ কুরআনে এসেছে, তার মধ্যে একটি কারামত হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام

এর সাহাবী হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরও আছে। কুরআনের ১৯তম পারা, সূরা নামল এর মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। যার সার সংক্ষেপ কিছুটা এমন যে, মালিকা বিলকিস, যিনি পূর্বে অমুসলিম ছিলেন এবং সূর্যের পূজা করতো, ইয়েমেনের রাণী ছিলো, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام যখন এই বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন তিনি মালিকা বিলকিসকে একটি চিঠি পাঠালেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন, এরপর মালিকা বিলকিস ইসলাম গ্রহণের নিয়্যতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে রওনা হলেন, মালিকা বিলকিসের একটি সিংহাসন ছিল, যা তিনি সাতটি প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছনের প্রাসাদে রেখেছিলেন এবং সাতটি দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মালিকা বিলকিসের বাহিনী হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে ছিল। এই সময়, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দরবারিদের মধ্যে প্রশ্ন করলেন: "কে আছে যে মালিকা বিলকিসের সিংহাসন এখানে এনে দিতে পারবে?" একটি জ্বিন বললো: "আমি দরবারের সময় শেষ হওয়ার আগেই এটি হাজির করে দেব।" হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: "আমি আরও দ্রুত চাচ্ছি।" তখন হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন:

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই।

سُبْحٰنَ الله! এরপর হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এক পলকে চোখ বন্ধ করে দেখলেন যে, সিংহাসন এসে পৌঁছে গেছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৪০, ৭/১৯৩ - ২০৩)

আল্লাহ! আল্লাহ! এটি হল আল্লাহর ওলীর কারামত...!! মাইলের পর মাইল পরিমাণ দূরত্ব, বহু কিলো ওজনের ভারী সিংহাসন.. হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবারে উপস্থিত ছিলেন এবং এক পলকেই সিংহাসন উপস্থিত করলেন। এর দ্বারা জানা গেলো যে, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দের জন্য জমিন সংকুচিত করে দেয়া হয়, তাঁদের জন্য দূরত্ব দূরত্ব থাকে না, তাঁরা কয়েকশো কিলোমিটার দূরত্ব এক মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারেন, এটি একটি কারামত এবং এই কারামতের উল্লেখ কোথায়? কুরআনে করীমে রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকে কারামতের বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল; কারামত সত্য, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদের, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দের এমন মর্যাদা প্রদান করেছেন যাতে তাঁদের থেকে কারামতের প্রকাশ ঘটে। কুরআনে করীমেও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে, তেমনি হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে পূর্ববর্তী উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর করামতের কথা শুনিয়েছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য হাদীসে বর্ণিত কয়েকটি কারামত শুনে নিই:

বাচ্চা বলে উঠলো

হাদীসে পাকে জুরাইজ রাহেবের কারামতের কথা উল্লেখ আছে। হযরত জুরাইজ পূর্ববর্তী উম্মতের একজন ওলী ছিলেন। একবার এক ব্যভিচারী মহিলা তাঁকে অপবাদ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অবৈধ শিশুর অভিযোগ তুলে দাবি করলো যে, এই শিশুটি হযরত জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সন্তান। এরপর হযরত জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিশুটিকে বললেন: "বৎস! বলো, তোমার বাবা কে?" যে শিশু মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে জন্ম নিয়েছিল, সে ভাষায় বলতে শুরু করল যে তার বাবা হলো অমুক।

(আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩)

এটি হযরত জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি কারামত ছিল, যা আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন এবং ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কারামত শোনা এবং শোনানো দ্বারা আমাদের হৃদয়ে তাঁদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় আর এই পবিত্র ঈমানী ভালোবাসার বরকতে কবর, হাশর ও কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা পাওয়া যায় এবং অন্তরে ঈমান মযবুত হয়। তাই আমাদের উচিত, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখা, তাদের জীবনীও অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের কারামত ও ঈমানী উদ্দীপক ঘটনাগুলি পড়ে ও শুনে ঈমানকে সতেজ রাখা।

আউলিয়া কিরামের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ কে কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন, তেমনি ভাবে তাঁদেরকে সৃষ্টির

সাহায্যকারীও বানানো হয়েছে। এটি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর একটি কারামত যে, আল্লাহ পাকের এই প্রিয় বান্দারা সাহায্যের জন্য আহ্বানকারীদের আওয়াজ শুনেন এবং তাঁদের সাহায্য করতে পৌঁছান। কিছু মানুষ এই বিষয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়, যেমন তারা বলে, যখন আল্লাহ পাক সাহায্য করতে সক্ষম, তাহলে গাউছে পাক বা অন্য কোনো বুযুর্গের সাহায্য কেন চাইবো? উত্তরে আরয হলো, এটি শয়তানের একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র এবং জানি না শয়তান এভাবে কতো মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অথচ আল্লাহ পাক কখনো অন্য কারো সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করেননি, বরং কুরআনে করীমে বহু স্থানে আল্লাহ পাক অন্যদের সাহায্য চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও, গাউছে পাক বা অন্য কোনো বুযুর্গের সাহায্য মূলত গায়রুল্লাহর সাহায্যই নয়, মূলত এটা আল্লাহ পাকেরই সাহায্য, গাউছে পাক যে সাহায্য করেন তা তার নিজের ক্ষমতাবলে করেন না, বরং আল্লাহর দান ও সাহায্য থেকে সাহায্য করেন। দেখুন, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক বলেন:

اِذْ يُوْحِیْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ اَنِّیْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদের অবিচলিত রাখো।

এখানে দেখুন! ফেরেশতাগণও গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহর এক সৃষ্টি। আল্লাহ নিজে ফেরেশতাদের বলেন: "হে ফেরেশতাগণ! মুমিনদের অবিচলিত রাখো! আমি তোমাদের সাথে আছি।"

ভেবে দেখুন! আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে ফেরেশতাদের ছাড়াই সাহায্য করতে পারতেন, আল্লাহ চাইলে কাফেররা তাদের ঘরে পড়ে থাকতো, বদরের ময়দানে আসতে পারতো না কিন্তু আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠালেন, কেন? কারণ তিনি আল্লাহ, তিনি রব, তিনি ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা চান করেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে জবাবদিহীতা চাইতে পারে না।

এরপর চিন্তা করুন! বদরের যুদ্ধের সময় সাহায্য করতে কে এলো? ফেরেশতারা এসেছিল, কিন্তু আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন।

সাহায্য করতে এসেছে কে? ফেরেশতা! আল্লাহ্ কী বলেন? আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন। জানা গেল; আল্লাহ্ পাকের নিকটবর্তী বান্দাগণ, আল্লাহ্ পাকের দান ও শক্তি দ্বারা সাহায্য করেন, তবে এই সাহায্য গায়রুল্লাহর সাহায্য নয়, বরং এটি আল্লাহ্ পাকেরই সাহায্য, যা তিনি তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে করান।

বান্দার কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হাদীসে পাকে বান্দাদের সাহায্য চাওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনুন:

(১) আমার দয়ালু উম্মতের কাছে প্রয়োজন প্রার্থনা করো, রিযিক পাবে। **(জামে সগীর, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১০৬)**

(২) ভাল চেহারার মানুষদের কাছ থেকে কল্যাণ ও নিজের চাহিদা প্রার্থনা করো । **(মুজামে কবীর, ৫/২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৪৭)**

(৩) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু হারিয়ে ফেলে বা পথ ভুলে যায় এবং সাহায্য চায় আর এমন স্থানে থাকে যেখানে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই, তখন তার উচিত এভাবে ডাকা:

يَاعِبَادَاللهِ اَغِيْثُوْنِيْ. يَاعِبَادَاللهِ اَغِيْثُوْنِيْ

অর্থাৎ: "হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো, হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো।" কারণ আল্লাহর কিছু বান্দা আছেন, যাদেরকে সে দেখতে পায় না। **(মুজামে কবীর, ৭/৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৭৩৭)**

মুহাদ্দিসে আযম, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকারী, আল্লামা নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার নিজের এই হাদীসের অভিজ্ঞতা রয়েছে। একবার আমরা কিছু লোক সফরে ছিলাম, আমাদের পশু আমাদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। আমরা সেটি ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফল হইনি। তখন আমি এভাবে ডাকলাম: "হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো!" ব্যস এতোটুকু বললাম, ঐ পশুটি থেমে গেল এবং আমরা সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম আর সামনে সফর চলা শুরু করলাম।

(আযকার লিল নববী, ৪১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন বিপদ, চিন্তা বা সমস্যা আসে, তখন হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডাকতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে কোনও বাধা নেই। শতাব্দী ধরে, বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এবং আলেমগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং অন্যান্য পবিত্র ব্যক্তিদের আল্লাহর সাহায্যের প্রকাশস্থল মনে করে তাঁদেরকে ডাকেন এবং সাহায্য চান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বহুবার এর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আল্লাহর ওলীদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সত্যিই সাহায্য করেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর প্রতি ভালবাসা রাখার, তাঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখার, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস রাখার, তাঁদের সম্মান করার, বেয়াদবী থেকে বাঁচার এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২ দ্বীনি কাজের একটি দ্বীনি কাজ হলো: ফজরের জন্য জাগানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِله আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ফয়যানে গাউছে পাক, ফয়যানে খাজা ও রযা বরং ফয়যানে আউলিয়া। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর পবিত্র শিক্ষাগুলি শিখতে, তাঁদের জীবনী থেকে আলো নিয়ে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করতে, এবং প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বাত ও সুন্নাতের প্রতি আমলের স্পৃহা বৃদ্ধি করতে আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোন! ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে ভালোভাবে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله, দুনিয়া ও আখেরাতে অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো: ফজরের জন্য জাগানো। ফজরের নামাযের জন্য জাগানো প্রিয় নবীর সুন্নাত, ☆ আল্লাহর শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের জন্য যাওয়ার সময় ঘুমিয়ে থাকা মানুষদের জাগিয়ে দিতেন। **(আবু দাউদ, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৬৪)** ☆ মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এরও একই ধরণ ছিল। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/২৪৪, হাদীস:১২৪০)** ☆ এবং মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও এই প্রিয় সুন্নতের অনুসারী ছিলেন।

(তারিখুল খোলাফা, ১১২) ✯ আপনারাও এই সুন্নাত অবলম্বন করুন! ফজরের নামাযের জন্য অন্যদের জাগান! اِنْ شَآءَ الله এতে অনেক বরকত নসীব হবে। ✯ যখন অন্যদের জাগাবেন, তখন আপনারও ফজরের জামাতে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ হবে। ✯ সকালে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াব পাবেন। ✯ আপনার জাগানোর ফলে যতো লোক নামায পড়বে, তাদের সকলের নামাযের সাওয়াব তারাও পাবে এবং اِنْ شَآءَ الله আপনার আমলনামায়ও লেখা হবে। ✯ যদি আপনি গলিতে ঘুরে জাগাতে না পারেন, তবে মোবাইলের মাধ্যমে কল দিয়ে তাদের জাগানোর ব্যবস্থা করুন। ✯ সকালে হাঁটার সুযোগ পাবেন, ফলে আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। ✯ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো, মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এক ইসলামী ভাই বলছেন: আমরা শীতকালে ফজরের জন্য জাগানো শুরু করলাম ফলে এতো নামাযী বেড়ে গেলো যে, মসজিদের আঙ্গিনায় শামিয়ানা লাগাতে হয়েছে। سُبْحٰنَ الله!

মাযারে উপস্থিত হওয়ার আদব সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা মাযারাতে আউলিয়ার ঘটনা থেকে মাযারে উপস্থিত হওয়ার পদ্ধতি ও এর মাদানী ফুল শুনুন।

✯ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাদের থেকে ফয়েয নেওয়া বুযুর্গদের রীতি ছিল। যেমন, শায়খ ইমাম খাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখনই আমার কোন সমস্যা হয়, আমি ইমাম মূসা কাযেম বিন জাফর সাদেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওসিলা উপস্থাপন করি ফলে আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সহজ করে

আমাকে আমার কাঙ্ক্ষিত ফল দেন।" **(তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৩)** ✯ ইমাম শাফেঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখনই আমার কোনো প্রয়োজন হয়, আমি দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র মাযারে গিয়ে দোয়া করি, আল্লাহ পাক আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।" **(আল খায়রাতুল হিসান, পৃষ্ঠা ২৩০)** যদি কেউ আল্লাহর ওলী বা কোনো মুসলমানের কবর যিয়ারতে যেতে চায় তবে মুস্তাহাব হলো , প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরূহ সময় না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়বেন। প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসি এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এই নামাযের সাওয়াব কবরস্থ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দিবে, আল্লাহ পাক সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং সাওয়াব প্রেরণকারীকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন। **(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৫০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা:

মাযারে উপস্থিত হওয়ার অবশিষ্ট আদব শেখা শেখানোর হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং সেগুলো জানতে অবশ্যই শেখা শেখানোর হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ২৪ অক্টোবর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

মাযারে উপস্থিত হওয়ার অবশিষ্ট আদব সমূহ

✯ তারপর ভালো ভালো নিয়্যত করার পর মাযারের দিকে যাত্রা করুন। (যিনি মাযারে যান, তার উচিত) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর মাযারে উপস্থিত হওয়ার সময় পায়ের দিক থেকে যাওয়া এবং অন্তত চার হাতের দূরত্বে মুওয়াজাহা (অর্থাৎ মুখোমুখি) দাঁড়িয়ে মধ্যম স্বরে সালাম প্রদান করা: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَاسَيِّدِیۡ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ এরপর "দুরুদে গাউছিয়া" তিনবার, اَلۡحَمۡدُ একবার, "আয়াতুল কুরসি" একবার, "সূরা ইখলাস" সাতবার পড়ুন, এরপর "দুরুদে গাউছিয়া" সাতবার পড়ুন। যদি সময় পান, তবে "সূরা ইয়াসিন" এবং "সূরা মুলক"ও পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন: "হে আল্লাহ! এই পড়ার বিনিময়ে আমাকে এত সাওয়াব দাও যা তোমার দয়ার উপযোগী, এতটুকু দিওনা যা আমার আমলের উপযোগী, এবং এগুলো আমার পক্ষ থেকে এই বান্দার কাছে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছাও।" তারপর আপনার যা প্রয়োজন, যা জায়েয ও শরীয়ত সম্মত, তার জন্য দোয়া করুন এবং মাযারস্থ ব্যক্তির রূহকে আল্লাহর কাছে আপনার ওসিলা হিসেবে পেশ করুন। এভাবেই সালাম জানিয়ে ফিরে আসুন। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৯/৫২২)** ✯ উপস্থিতির আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাযারে উপস্থিত হন। ✯ যতটুকু সম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন। ✯ হাজিরীর জন্য যাওয়ার সময় অযু করে যান এবং যিকির ও দুরুদে আপনার জিহ্বাকে সিক্ত রাখুন। **(মাযারাতে আউলিয়া কি হিকায়ত ৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

★আয়না দেখার সময় পাঠ করার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী আয়না দেখার দোয়া মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

(আল হিসনুল হাসীন ১০২)

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি তথা গঠন তো সুন্দর বানিয়েছো, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা ২০৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি?

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد